প্রাচীন ভারতীয় অভিলেখের গুরুত্ব: রাজনৈতিক ইতিহাসে, সাহিত্যে ও ধর্মে|

10 marks

ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য অভিলেখসমূহ বিশাল গুরুত্ব পালন করে | যেহেতু ভারতে প্রথাগতভাবে ইতিহাস লিখে রাখার প্রবণতা ছিল না, সেহেতু ঐ সময়ের ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করার জন্য আমাদের সাহিত্য, অভিলেখ, মুদ্রা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতির উপর নির্ভর করতে হয় | সমাজজীবন, সাহিত্য, ধর্মের বহু উপাদান এই আকরগুলিতে সন্নিবিষ্ট আছে | D.C.Sircar তার Early Indian Numismatics and Epigraphical Studies গ্রন্থে আরও বলেছেন - " There is no aspect of the life, culture and activities of the Indians that is not reflected in inscriptions"

এশিয়াটিক সোসাইটি(1784) প্রতিষ্ঠা করার পর বেশ Sir William Jones বেশ কিছু অভিলেখ, ঐতিহাসিক স্মারক ইত্যাদি সংগ্রহ করেন | এদের মধ্যে অভিলেখের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত কারণ অভিলেখগুলি বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যক্তি সম্পর্কে যেসব তথ্য প্রদান করে তা অন্যান্য উপাদানের চেয়ে অনেক **বেশী প্রামাণিক** | কেননা

1. অভিলেখগুলি রাজা, রাজকর্মচারী বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা প্রচারিত|
2. অভিলেখগুলি পাথর, ধাতু ইত্যাদি শক্ত ফলকের উপর উত্কীর্ণ, ফলে নষ্ট হওয়ার প্রবণতা কম |
3. শক্ত ফলকের জন্য পাঠ অপরিবর্তনীয় |

D.C.Sircar তাই বলেছেন - ১০০০ অব্দের পূর্বে ভারতবর্ষের ইতিহাস জানার জন্য আমাদের ৮০ শতাংশ অভিলেখ আকরের উপর নির্ভর করতে হয় |

<u>রাজনৈতিক ইতিহাস পুনর্নির্মাণে অভিলেখের গুরুত্ব :</u>

• প্রাচীন ভারতের **রাজনৈতিক ইতিহাস** গঠনে অভিলেখের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | মৌর্য, শুঙ্গ, আন্ধ্র, সাতবাহন, কুষাণ, ক্ষত্রপ, গুপ্ত, বাকাটক, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পরমার, প্রতিহার, চোল, পালসেন ইত্যাদি বংশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অভিলেখ থেকে প্রাপ্ত হয় | সম্রাট অশোকের অভিলেখগুলি থেকে তার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় |

• স্মারক, প্রাকারলেখ, প্রতিমালেখ থেকে **প্রাগৈতিহাসিক যুগ** সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায় |

•অন্যান্য আকর থেকে **প্রাপ্ত তথ্যের মূল্যায়ণে** অভিলেখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে | যেমন - বাণভট্টের বিখ্যাত আখ্যায়িকাহর্ষচরিতে রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় রাজ্যবর্ধনের রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার কোন উল্লেখ নেই, অথচ হর্ষবর্ধনের মধুবন ও বাঁশখেরা তাম্রশাসনে স্পষ্টতই দ্বিতীয় রাজ্যবর্ধনকে পরিপূর্ণ রাজকীয় উপাধি সহ সার্বভৌম রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে|

•• প্রসঙ্গতঃ ঐ তাম্রশাসনের শেষে **শ্রীহর্ষের স্বাক্ষর** রয়েছে | পার্শ্ববর্তী চিত্রে দ্রষ্টব্য |

• অভিলেখগুলি **সমসাময়িক ব্যক্তি বা ঘটনার কথা** লিপিবদ্ধ করে| কালের ব্যবধানে ইতিহাস বিকৃত হওয়ার সম্ভবনা এখানে থাকে না | যেমন ১৫০খ্রি. জুনাগড় অভিলেখে সুদর্শন হ্রদের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন - রাষ্ট্রিয় পুষ্যগুপ্ত দ্বারা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কালে (৩২২-২৯৮খ্রি.পূ.) এই বাঁধ তৈরি হয়েছিল | ঐ অভিলেখ তার থেকে কয়েকশ বছরের পুরানো ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান করছে|

•প্রাচীন তথা মধ্যযুগীয় ভারতের কালানুক্রমিক ইতিহাস ও ভৌগলিক বহু বিবরণের জন্য আমরা অভিলেখের নিকট অত্যন্ত ঋণী | অভিলেখে রাজার রাজ্যের সীমানা ও তার রাজ্য জয়ের বিবরণ থেকে **ভারতের ভৌগোলিক** ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়|

• অভিলেখের সাক্ষের ভিত্তিতে সমসাময়িক **প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের** বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায় | দ. ভারতের চোল ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় রচিত মন্দিত অভিলেখগুলিতে দানের বিবরণ থেকে তত্কালীন সমাজের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয় |

• রাজ্যশাসনে করব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ এবং তা অভিলেকের মাধ্যমে জানা যায় |

<u>সাহিত্য</u> :

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে অভিলেখের গুরুত্ব অপরিসীম | সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাসের রূপরেখা পুনর্গঠনে অভিলেখ

বিশেষ ভাবে সহায়তা করে | **গদ্য, পদ্য,** কোন কোন ক্ষেত্রে **গদ্য পদ্যের**(চম্পূ) মিশ্রণে অভিলেখগুলি রচিত হয়েছে |

• প্রথম রুদ্রদামনের জুনাগড় লেখ, পুলুমাবির নাসিক গুহালেখে **শিষ্ট সালংকার কাব্যরীতির** পরিচয় পাওয়া যায় |

• ঐতিহাসিক **কবিদের পরিচয় উদ্ঘাটনে ও কাব্যের কাল** নির্ণয়ে অভিলেখ সাহায্য করে | যেমন মহাকবি কালিদাসের কাল নিয়ে বিবিধ বিতর্ক প্রচলিত আছে | তবে ৬৩৪ খ্রি. রচিত রবিকীর্তির দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তিতে বলা আছে -" রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিরবিকীর্ত্তিঃ"| এ থেকে পরিষ্কার রবিকীর্ত্তির পূর্বেই কালিদাস, ভারবি কবি হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছেন |

• বহুক্ষেত্রে **বিভিন্ন কবির উল্লেখ** অন্য কবির রচনায় পাওয়া য়ায় | যেমন কবি উমাপতিধর | জয়দেবের গীতগোবিন্দে তার কাব্যপ্রশংসা পাওয়া যায় | প্রকৃতপক্ষে বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে তার কাব্য উত্কীর্ণ |

• ভারবি, কালিদাস, মাঘ প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিদের কাব্যাংশ অনুসরণ, অনুকরণ করে অভিলেখ রচয়িতারা কাব্য রচনা করে থাকেন |এগুলি ঐ কবিদের **স্থান, কাল নির্ণয়ে ও জনপ্রিয়তার** প্রমাণে কাজে লাগে | যথা কবি বাণভট্টের হর্ষচরিতের মঙ্গলশ্লোক পশ্চিম চালুক্য এবং বিজয়নগরের অভিলেখগুলিতে পাওয়া যায় | কিছু অভিলেখ বিশুদ্ধভাবে কাব্য হিসাবে নির্মিত | যেমন উদয়পুরের রাজপ্রশস্তি মহাকাব্য | এটি সম্পুর্ণরূপে মহাকাব্য |

• অভিলেখে বানানের মাধ্যমে সমকালীন **ভাষার বৈশিষ্ট্য** লক্ষণীয় |

ধর্ম :

• তাম্রশাসন প্রধানতঃ ভূসম্পদাদি দানের জন্য ব্যবহৃত হত | এগুলিতে ব্রাহ্মণদের ভূমি ও অন্যান্য সামগ্রী দানের সময় বেদশাখা, গোত্র, প্রবর ইত্যাদির উল্লেখ করা হত | এতে কোন **বেদশাখা** কোথায় প্রচলিত ছিল, তার একটা ধারনা পাওয়া যায় |

- **বৈদিকযজ্ঞে**র খুঁটিনাটি অনেক অভিলেখে খোদিত আছে | যেমন হাথিবাডা বা ঘোসুন্ডী অভিলেখ |

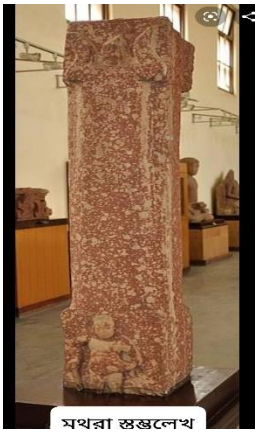
মথুরা স্তম্ভলেখ

- **বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস** সম্পর্কিত বহু তথ্য বেসনগরের হেলিওদোরের স্তম্ভাভিলেক থেকে জানা যায় |
- মহাবলিপুরমের পল্লব অভিলেখে কৃষ্ণের দশাবতারের (বুদ্ধ সহ) তালিকা পাওয়া যায় |
- **পাশুপত ধর্মের ইতিহাস** পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের মথুরা স্তম্ভে বহু তথ্য পাওয়া যায় \
- অশোকের অনুশাসনাবলী থেকে বৌদ্ধধর্মের অনেক তথ্য পাওয়া যায় |

Naba Kr Das, Sitananda College, Nandigram.